(একই নম্বর ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mora.gov.bd

নম্বর: ১৬.০০.০০০০.০০৮.০২.০০৩.২২.১৫৪

তারিখ: ১৫ ফাল্গুন ১৪২৯
২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

বিষয়: একদশ জাতীয় সংসদের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১২ ও ১৩তম বৈঠকের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত।

সূত্র : ১) স্থানীয় সরকার বিভাগের স্মারক নম্বর : ৪৬.০০.০০০০.০৪৫.১৮.১১৪.২১-৪৬৩; তারিখ : ১৯ আগষ্ট ২০২১
২) স্থানীয় সরকার বিভাগের স্মারক নম্বর : ৪৬.০০.০০০০.০৩৮.০০১.০০১.২০২১-২১৯;তারিখ : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২১
৩) একদশ জাতীয় সংসদের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১২তম বৈঠকের কার্যবিবরণী।
৪) একদশ জাতীয় সংসদের 'স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১৩তম বৈঠকের কার্যবিবরণী।
৫) স্থানীয় সরকার বিভাগের স্মারক নম্বর : ৪৬.০০.০০০০.০৩৮.০০১.০০১.২০২১-৬৪; তারিখ : ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, ২ নম্বর সূত্রোক্ত স্মারকে জারিকৃত একাদশ জাতীয় সংসদের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৯ম বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ এবং কবরস্থান ও শ্মশানঘাট নির্মাণ/উন্নয়নকল্পে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণীতে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে :

"ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে সকল ধর্মের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা করে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও কবরস্থান স্থাপন ও শ্মশানঘাট নির্মাণ/উন্নয়ের বিষয়ে একটি নীতিমালা প্রস্তুতের জন্য ধর্ম মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা; প্রতিটি ইউনিয়নে কেন্দ্রীয়ভাবে কবরস্থান ও শ্মশান নির্মাণ করার উদ্যোগ গ্রহণ এবং যে সমস্ত এলাকায় পর্যাপ্ত ওয়াকফ এস্টেট রয়েছে, সেখানে ওয়াকফ উন্নয়ন কমিটির মাধ্যমে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, কবরস্থান ও শ্মশান নির্মাণ করার প্রস্তাব স্থায়ী কমিটির ১০ম সভায় উপস্থাপন করা যেতে পারে"।

০২। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ০৫টি সংস্থা, যথা- ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এবং ওয়াকফ প্রশাসকের কার্যালয় থেকে ০৫ মার্চ ২০২৩ তারিখের মধ্যে এ বিষয়ে তথ্য দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। অন্যদিকে যাচিত তথ্যসমূহ পাওয়ার পর ০৭ মার্চ ২০২৩ তারিখে এতদসংক্রান্ত একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা আহবান করা হয়েছে।

০৩। এমতাবস্থায়, বর্ণিত আন্ত: মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠানের পর ৫ নম্বর সূত্রোক্ত স্মরকের আলোকে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক যাচিত তথ্য প্রেরণ করা হবে।

স্বা:

মোঃ সাখাওয়াত হোসেন
উপসচিব (উন্নয়ন)
ফোন : ২২৩৩৫৬৬৬০
e-mail: ds_dev@mora.gov.bd

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ

[দৃ: আ: উপসচিব
সমন্বয় ও কাউন্সিল শাখা]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা-২ শাখা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

বিষয়: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির গত ২৫ মার্চ ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ৮ম বৈঠকের ১নং সিদ্ধান্ত অনুসারে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ এবং কবরস্থান স্থাপন বিষয়ে মতামত প্রদানের নিমিত্ত গঠিত কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব মেজবাহ উদ্দিন, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ ও কমিটির সভাপতি
সভার তারিখ	:	১৯/০৮/২০২১ খ্রিস্টাব্দ
সময় ও স্থান	:	সকাল ১১.০০ ঘটিকা, স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং- ৬০১, ভবন নং-৭, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা)
সভায় উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট 'ক'

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শুরু করেন। বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর সভার নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত-১: ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও কবরস্থান/শ্মশান নির্মাণ/স্থাপনকারী কর্তৃপক্ষ/ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/পৌরসভার মেয়র/সিটি কর্পোরেশন কাউন্সিলর বরাবর আবেদন করিবেন। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পাকা/স্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করতে হলে অভিজ্ঞ প্রকৌশলী দ্বারা প্রস্তুতকৃত প্ল্যান ও ডিজাইন আবেদনের সহিত দাখিল করতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদ যৌক্তিক মনে করলে আবেদনটি সুপারিশসহ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট প্রেরণ করবেন। উপজেলা কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আবেদনটি উপজেলা পরিষদ সমন্বয় সভায় অনুমোদিত হবে। একইভাবে পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন এলাকায় পৌর কমিটি/সিটি ওয়ার্ড কমিটি যৌক্তিক মনে করলে আবেদনটি সুপারিশসহ যথাক্রমে জেলা প্রশাসক/সিটি মেয়র বরাবর প্রেরণ করবে। পৌর এলাকার ক্ষেত্রে জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকার ক্ষেত্রে মেয়রের সভাপতিত্বে সিটি কর্পোরেশনের মাসিক সাধারণ সভা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

সিদ্ধান্ত-২:

(ক) ইউনিয়ন এলাকায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও কবরস্থান/শ্মশান নির্মাণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত একটি উপজেলা কমিটি থাকবে।

(১) উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান- উপদেষ্টা
(২) উপজেলা নির্বাহী অফিসার- সভাপতি
(৩) সহকারী কমিশনার (ভূমি)- সদস্য
(৪) উপজেলা প্রকৌশলী- সদস্য
(৫) উপজেলা সমাজসেবা অফিসার- সদস্য
(৬) প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা- সদস্য
(৭) ফিল্ড সুপারভাইজার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- সদস্য
(৮) উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত একজন করে ধর্মীয় জ্ঞানসম্পন্ন সকল ধর্মীয় প্রতিনিধি- সদস্য

কার্যপরিধি:

(১) কমিটি ইউনিয়ন পরিষদ হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করবেন।

(২) কমিটির কমপক্ষে তিনজন সদস্য কমিটির পক্ষে সরেজমিন স্থান পরিদর্শন করে কমিটির নিকট প্রতিবেদন দাখিল করবেন এবং কমিটি উক্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা পূর্বক সিদ্ধান্ত নিবেন।

(৩) কমিটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও কবরস্থান/শ্মশান এর জমি/স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা/ইউনিয়ন মাস্টারপ্ল্যান (যদি থাকে), স্বাচ্ছন্দ্যে যান চলাচল, জনসাধারণের চলাচল, দুর্ঘটনা এড়ানোর সুবিধার্থে বর্তমান ও ভবিষৎ রাস্তার পরিকল্পনা এবং উপজেলা মডেল মসজিদের অবস্থান বিবেচনায় নিবেন।

(৪) ধর্মীয় স্থাপনা অনুমোদনের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

(খ) পৌরসভা এলাকায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও কবরস্থান/শ্মশান নির্মাণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত একটি পৌর কমিটি থাকবে।

(১) পৌরসভার মেয়র- সভাপতি

(২) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যদি থাকে)- সদস্য

(৩) সংশ্লিষ্ট সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর- সদস্য

(৪) সংশ্লিষ্ট সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর- সদস্য

(৫) উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি- সদস্য

(৬) পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী- সদস্য

(৭) মেয়র কর্তৃক মনোনীত একজন করে ধর্মীয় জ্ঞানসম্পন্ন সকল ধর্মীয় প্রতিনিধি- সদস্য

(৮) সংশ্লিষ্ট ভূমি সহকারী কর্মকর্তা- সদস্য

(৯) ফিল্ড সুপারভাইজার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- সদস্য

(১০) পৌরসভার সচিব- সদস্য সচিব

কার্যপরিধি:

(১) কমিটির কমপক্ষে ৩ (তিন) জন সদস্য কমিটির পক্ষে সরেজমিন স্থান পরিদর্শন করে কমিটির নিকট প্রতিবেদন দাখিল করবেন এবং কমিটি উক্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা পূর্বক যৌক্তিক মনে করলে জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করবেন।

(২) কমিটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও কবরস্থান/শ্মশান এর জমি/স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পৌরসভার মাস্টারপ্ল্যান (যদি থাকে), জনসাধারণ ও যান চলাচল সাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করা, দুর্ঘটনা এড়ানোর সুবিধার্থে বর্তমান ও ভবিষৎ রাস্তার পরিকল্পনা এবং উপজেলা মডেল মসজিদের অবস্থান বিবেচনায় নিবেন।

(৩) ধর্মীয় স্থাপনা অনুমোদনের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

(গ) সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও কবরস্থান/শ্মশান নির্মাণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত একটি ওয়ার্ড কমিটি থাকবে।

(১) সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর- সভাপতি

(২) সংশ্লিষ্ট সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর- সদস্য

(৩) একজন স্কুলের শিক্ষক- সদস্য

(৪) একজন কলেজের শিক্ষক- সদস্য

(৫) সংশ্লিষ্ট ভূমি সহকারী কর্মকর্তা- সদস্য

(৬) সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর কর্তৃক মনোনীত একজন করে ধর্মীয় জ্ঞানসম্পন্ন সকল ধর্মীয় প্রতিনিধি- সদস্য

(৭) ওয়ার্ড সচিব- সদস্য সচিব

৪৩৬

কার্যপরিধি:

(১) কমিটির কমপক্ষে ৩ (তিন) জন সদস্য কমিটির পক্ষে সরেজমিন স্থান পরিদর্শন করে কমিটির নিকট প্রতিবেদন দাখিল করবেন এবং কমিটি যৌক্তিক মনে করলে আবেদনটি সিটি মেয়র বরাবর প্রেরণ করবে।

(২) কমিটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও কবরস্থান/শ্মশান এর জমি/স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের মাস্টারপ্ল্যান (যদি থাকে), স্বাচ্ছন্দ্যে যান চলাচল, জনসাধারণের চলাচল, দুর্ঘটনা এড়ানোর সুবিধার্থে বর্তমান ও ভবিষৎ রাস্তার পরিকল্পনা এবং সিটি কর্পোরেশনের মডেল মসজিদের অবস্থান বিবেচনায় নিবেন।

(৩) ধর্মীয় স্থাপনা অনুমোদনের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

সিদ্ধান্ত-৩: যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত না হলে সরকারি/খাস জমিতে এবং পরিত্যক্ত/অর্পিত সম্পত্তিতে কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/অন্যান্য স্থাপনা ও কবরস্থান/শ্মশান নির্মাণ/স্থাপন করা যাবে না। অনুমোদন ব্যতীত এ ধরনের স্থাপনা নির্মাণ করা হলে তা উচ্ছেদ করা যাবে এবং নির্মাতাকে জবর দখলকারী হিসেবে চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। ভবিষ্যতে রাস্তা প্রশস্তকরণের বিষয়টি বিবেচনা করে এ ধরণের স্থাপনা রাস্তা থেকে যৌক্তিক দূরুত্বে নির্মাণ/স্থাপন করতে হবে।

সিদ্ধান্ত-৪: ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও কবরস্থান/শ্মশান নির্মাণের উদ্দেশ্যে কোন জমি ওয়াকফ,দান, ক্রয় অথবা আইন অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বরাদ্দ প্রাপ্ত হইলে উক্ত জমিতে কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও কবরস্থান/শ্মশান নির্মাণ করা যাবে । তবে, কোন জমি নিয়ে আদালতে মামলা চলমান থাকলে সেই জমিতে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও কবরস্থান/শ্মশান নির্মাণ করা যাবে না।

সিদ্ধান্ত-৫: সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজস্ব জমিতে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও কবরস্থান/শ্মশান নির্মাণ করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট কমিটির অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত-৬: ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কমপক্ষে ২ কি:মি:/যৌক্তিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

সিদ্ধান্ত-৭: ঈদগাহ্সমূহ উন্মুক্ত থাকবে। বছরের অন্য সময় ঈদগাহ্সমূহ ধর্মীয় ও সামাজিক কাজে ব্যবহারের সুযোগ রাখতে হবে।

সিদ্ধান্ত-৮: প্রতিযোগিতামূলকভাবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও কবরস্থান/শ্মশান নির্মাণ/স্থাপন করা যাবে না। এক্ষেত্রে এলাকার জনসংখ্যা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে নির্দিষ্ট দুরত্ব বজায় রাখতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/কবরস্থান/শ্মশান নির্মাণ করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আয়ের উৎস জানাতে হবে এবং তিনি আয়কর দেন কি-না তা বিবেচনায় আনতে হবে।

সিদ্ধান্ত-৯: মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত "মসজিদ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০০৬" যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

১৯.৮.২০২১

(মেজবাহ উদ্দিন)
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্মারক নং- ৪৬.০০.০০০০.০৪৫.১৮.১১৪.২১-৪৬৩

তারিখ: ০৪ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
১৯ আগস্ট ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

১। জনাব মোহাম্মদ মোখলেসুর রহমান সরকার, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। পরিচালক (মসজিদ ও মার্কেট), ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।
৩। জনাব মোহাম্মদ কুদ্দুছ আলী সরকার, উপসচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। জনাব আজিজ হায়দার ভূইয়া, উপসচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। জনাব পিন্টু বেপারী, সিনিয়র সহকারী সচিব (সমন্বয় ও কাউন্সিল শাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ, ঢাকা।
৬। সচিব, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা।
৭। উপসচিব (সিনিয়র সহকারী সচিব), ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।
৮। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৯/০৮/২১

(মোহাম্মদ সামিছুল হক)
উপসচিব

D:\PC-2\Resolution.docx